গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

মূল্য : ৭.০০ টাকা মাত্র

শ্রীভক্তি-পত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

৫৪ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ ১৪২৩ ❀ জানুয়ারী, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-270749, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৩। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের ভাষণের মর্ম	—	৪
৪। ভগবানের কথা শুনলে ও বললেই হিত হয়	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫। আমার সেবা	ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৭
৬। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী	৮
৭। গোদ্রুম মঠে শ্রীল গোস্বামীপাদ	সংগ্রাহক—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী	১১
৮। Basic Leval National Workshop on Manuscriptology Palaeography	সংগ্রাহক—শ্রীধরনীধর দাস ব্রহ্মচারী	১৩
৯। বাংলাদেশে প্রচার	সংগ্রাহক—শ্রীবিমলাপ্রসাদ দাসাধিকারী	১৪
১০। গুরুপূজা মহোৎসব	—	১৭
১১। পশ্চিম মেদিনীপুরে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ❀ পৌষীপূর্ণিমা সংখ্যা ❀ পৌষ, ১৪২৩ ❀ জানুয়ারী, ২০১৭

সারকথা

রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—
'স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥'
(চৈঃ চঃ মঃ ১৬।২৩৭-২৩৯)

রঘুনাথের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৬।২২৩-২২৪)

মহাপ্রভুর উক্তি —
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২২-২৬)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত ''পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনম্'' ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

২। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁর ভোগ্য।

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্বোধ ও আত্মঘাতী।

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য।

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তি প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকরস্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

৬। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই।

৭। যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

৮। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে।

৯। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও একতাৎপর্যপর হইয়া হরিসেবা করুন।

১০। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

১১। আমরা সৎকর্মী, কুকর্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—মন্ত্রে দীক্ষিত।

১২। পর-স্বভাবের নিন্দা না করিয়া আত্ম সংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

১৩। মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবননীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি তিনি ঋষিনীতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করিব।

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের ভাষণের মর্ম

(স্থান—শ্রীধাম গোদ্রুম, ১৩ই মার্চ ১৯৭১)

আজকের এই সভা হলো শিষ্যদের। তাঁহারা আজকের সভায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের কথা নিজ অধিকার অনুযায়ী, ভাগ্যানুযায়ী নিজ নিজ দর্শনানুযায়ী প্রকাশ করেছেন। ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। শিষ্যদের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হলো—গুরুদেবের সঙ্গে সম্বন্ধ। শ্রীভগবদ্ পাদপদ্মে প্রেম সেবা লাভের জন্য প্রেমিক গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য্য। যে প্রেমিক ভক্ত গুরুর কাজ করেন, তিনি মঠ, মন্দির মিশনাদি করেন প্রভুর সেবার জন্য। **উপযুক্ত অধিকার লাভ না করে গুরুর কাজ করলে দোষ, ত্রুটি এসে পড়বে; তাঁর আশ্রিত শিষ্যদের মধ্যেও ত্রুটি আসবে।**

শিষ্য কাকে বলা যায়? যে শাসনে যোগ্য, যে আশ্রিত ব্যক্তি প্রণিপাত বৃত্তি নিয়ে সংশোধন, নিয়মন চায়, সে শিষ্য। যে শুধু মন্ত্র নিয়েছে, বার্ষিক ও মাসিক চাঁদা দেয়, বন্দনা করে কিন্তু গুরুদেবের নিয়মন মানে না; প্রণিপাত বৃত্তি নাই, বাহ্য বিচারে শিষ্য-নামধারী হলেও সে শিষ্য নয়। মন্ত্র নিলেই শিষ্য হয় না। প্রেমিক গুরুর কাছে যে শরণাগত, প্রপন্ন তাঁর ইচ্ছানুসারে অনুগমন, শাসন, সংশোধন যে চায়, সে শিষ্য। গুরু যেমন দুর্ল্লভ। শিষ্যও তেমন দুর্লভ শিষ্যত্ব মস্ত বড় সম্বন্ধের কথা। যার প্রপত্তি নেই, সে কৃষ্ণসেবা থেকে, কৃষ্ণ প্রেম থেকে বঞ্চিত হবে। কৃষ্ণপ্রেম দুর্ল্লভ বস্তু। অশিষ্যকে তিনি প্রেম দান করেন না। শিষ্য হওয়ার যোগ্যতা হলো প্রণিপাত ও প্রপন্নতা। শুধুমাত্র শাস্ত্রপাঠ থেকে প্রেম আসে না। শুধুমাত্র মন্দির বানিয়ে মালা গেঁথে, ফুলবাগান করে, আনুগত্যহীন শাস্ত্রচর্চা করে, প্রেম হবে না। প্রেমিক গুরুর কৃপা ব্যতীত প্রেম পাওয়া যায় না। ইহা অপ্রিয় হলেও সত্য সিদ্ধান্ত। গুরুদেবে আনুগত্য বাদ দিয়ে গ্রন্থ লিখে, গ্রন্থ ছাড়িয়ে প্রেম পাওয়া যাবে না। শ্রীগুরুদেবের সংগ, পরিচর্যা তাঁর প্রেমের প্রসন্নতা, সুখবিধান ও আশীর্বাদ ছাড়া প্রেমলাভ সুদুর্লভ। গুর্ব্বানুগত্যশূন্য শাস্ত্রজ্ঞান কাম্য নয়; ঐরূপ শাস্ত্রানুশীলন বাঞ্ছনীয় নয়। গুরুদেবের শুভেচ্ছাশূন্য মিশন চাই না, সেইরূপ কোন মিশনের প্রেসিডেন্ট হতে চাই না। চাই কৃষ্ণানুশীলন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয় তর্পণ, শ্রীকৃষ্ণের সুখ বিধানই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে কর্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড হয়ে যাবে। **শ্রীকৃষ্ণ সুখ-বিধান—শ্রীহরি তোষণই ভক্তির প্রাণ।**

ভগবানের কথা শুনলে ও বললেই হিত হয়

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—মুম্বাই ভাইন্দার, তারিখ-১৪-০৯-২০১৫

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে অহৈতুকী সেবা প্রার্থনা করে আজ মুম্বাই শহরে ভাইন্দারে গোপাল পারুই মহাশয়ের বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়ে ভগবানের কথা কিছু শুনবার সুযোগ পেয়েছি।

কথা অনেক কথা হতে পারে জগতে কিন্তু ভগবানের কথা একই, ভগবানকে পাবার রাস্তাও একই এবং ভগবানের সেবা লাভ করা এক অমূল্য ধন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

জগতে এসে জগতের বৈচিত্র্যতে আমরা ভুলে থাকি কিন্তু সাধুসন্তগণ তাঁরা রাতদিন সমান করে অতন্দ্র প্রহরীর মতো যাতে করে ভগবদ্ কথা ছাড়া ভগবদ্ ইতর প্রসঙ্গ না আসে সেইজন্য তারা সজাগ দৃষ্টিতে এরকম সদিচ্ছা পোষণ করেছেন। ভগবান ছাড়া আমাদের আর কেউ রক্ষা কর্ত্তা নাই এই বুদ্ধি যাদের এসেছে তারা অনন্য শরণ হয়েছে। অনন্য শরণ হয়ে ভগবানের ভজন প্রণালীতে উদ্দীপ্ত হওয়া দরকার। আমাদের সংসার সমুদ্রতে অর্থ বিত্ত নিয়ে চিরকাল থাকতে হবে, এইগুলো আমাদের প্রয়োজন এইগুলোই আমাদের রক্ষা করবে এই মতই আমরা পোষণ করি, কিন্তু কথাটা শুনতে একরকম হলেও কথাটা সত্যিকারের সত্য নয়।

''কৃষ্ণ মোরে পালে রাখে জানো সর্বকাল''

—এটাই ভগবদ্ ভক্তের বিশ্বাস।

কৃষ্ণৈকশরণ হওয়ার দরুন তাদের (ভক্তের) অন্য কোন জিনিসের উপর বিশ্বাস নাই। সর্বক্ষণ ভক্ত-ভগবানের আশ্রয়ে থেকে ভক্ত-ভগবানের কথা নাম রূপ গুণ গেয়ে আমাদের জীবনকে ধন্য করতে হবে। করলে কি লাভ হবে—কৃষ্ণকথা শোনার সুযোগ লাভ হবে এবং এই কৃষ্ণকথা শোনার মধ্যেই কৃষ্ণের শক্তি নিহিত আছে। যখনই আমরা কৃষ্ণকথা শোনার চেষ্টা করি বা শুনি তখনই মায়ার কথা আর থাকে না। ''যাহা কৃষ্ণ তাহা নাহি মায়ার অধিকার''। সেজন্য গোপীরা বলেছেন—

''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

ভগবানের কথামৃত হচ্ছে জীবের জীবাতু। জীব ভগবানের কথা কীর্তন করে জীবিত থাকতে পারে। ''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং ...ভূরিদা জনাঃ''।

ভগবানের কথাটা অমৃত। কাদের জন্য অমৃত? ভগবানের বিরহে যাঁরা বিরহী তাঁদের জন্য। ভগবানের অদর্শনজনিত ব্যাথা ভক্তগণের হৃদয়কে ব্যথিত করে আবার তাঁর দর্শন লাভ করিয়ে খুশী করে। এজন্য ভগবানের কথামৃত গোপীগণ শ্রবণ করলেন, ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করলেন গেয়ে। ভগবানের রূপের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল। ভগবানের লীলার সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ কথার প্রশংসা তারা কৃষ্ণকথা স্মরণ ক্রন্দন মুখে করেছেন। এটাই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। গোপীগণ বলছেন ভগবানকে 'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং', তপ্তানাং জীবনং, যারা সংসার দুঃখে কাতর, সংসারের বাধা বিঘ্ন এসব দ্বারা কাতর, তারা সবাই সন্তপ্ত। এই সন্তপ্ত ভাব যাবে কখন, না যখন তারা ভগবানের কথাকে সার বলে জানতে পারবে। জীব ভগবানের কথামৃত শ্রবণ কীর্তন করবে, করতে করতে তাদের হৃদয়টা প্রফুল্লিত হবে এবং এটাই একমাত্র দরকার।

জগত জীবের পক্ষে সংসারের কথা, সংসারের বৈচিত্রীর কথা সিনেমা বা নাটক এ সমস্তের মাধ্যমে, শোনার ব্যবস্থা রয়েছে, এই শোনাগুলোকে অকিঞ্চিৎকর মানন করবার জন্য এই শ্লোকের অবতারনা করেছেন—তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্। কথামৃতটা কোত্থেকে আসছে? কবিদের দ্বারা বর্ণীকৃত, কিন্তু কোন্ কবি, যাঁরা ভগবদ্ ভাবময় জীবন অনুশীলন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং সেই ধরনের কবিদের থেকে কথা শুনবার জন্য বলেছেন। অন্যকথা, অন্যপূজা এসমস্তে ব্যস্ত থাকবার প্রয়োজন নাই। কথা শ্রবণ কীর্তনকারীর হৃদয়ে উল্লাসের সঞ্চার করে ভগবানের কথামৃত। ভগবানের কথা শোনার মধ্যেই সমস্ত শ্রেয়ঃ নিহিত রয়েছে সেইজন্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব জিনিসকে প্রদান করে গোপীগণ এটাই জগতকে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

নীলাচলে মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে নৃত্য কীর্ত্তন করে তাঁর সুখ উৎপাদন করতেন। নৃত্য কীর্তন করতে করতে এক সময় তিনি মুহ্যমান হয়ে শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করে মুক্ত বাতাস সেবন করছিলেন, সেসময় রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র দীন বেশে গিয়ে মহাপ্রভুর সেবা করেছিলেন। এর আগে রাজা শ্রীপ্রতাপ-রুদ্রকে মহাপ্রভু দর্শন দেন নাই, কেন? রাজা বিষয়ী বলে। কিন্তু তাঁর সেবা দেখে খুশী হয়েছেন হৃদয়ে উল্লাস হয়েছে কিন্তু বিষয়ীর সঙ্গে থেকে মনটা বিষিয়ে যায় সেজন্য বিষয়ীর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরকম একটা কথা বলে রেখেছিলেন সার্বভৌমের দ্বারা যে ''বিষয়ীর কথা শোনালে আমি আর এখানে থাকব না এস্থান ছেড়ে চলে যাব।'' রাজাকে একথা জানিয়েছিলেন শ্রীসার্বভৌম পন্ডিত। শ্রীরায় রামানন্দ আর শ্রীসার্বভৌম একটা যুক্তি দিলেন রাজাকে যে তার ছেলের কৈশোর বয়স, কৃষ্ণের মতো কালো রং তাই তাকে মহাপ্রভুর সাথে মিলাবার চেষ্টা করলেন। রাজার ছেলেকে মহাপ্রভু যে আর্শীবাদ করলেন, রাজা ছেলেকে আলিঙ্গন করে মহাপ্রভুর সেই আর্শীবাদ লাভ করলেন।

এইভাবে তাঁর ভক্তবিনোদন ক্রিয়া চলতে থাকল। তব কথামৃতং তপ্ত জীবনং—তপ্ত যাঁরা তাঁদেরই জীবন সদৃশ হচ্ছে ভগবানের কথামৃত। ভগবানের কথামৃত যিনি শ্রবণ করেন, ভগবানের রম্যিয় বাসস্থান হয় তার হৃদয়ে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণ বৈরাগ্য প্রধান যা দেখে মহাপ্রভুর হৃদয় উল্লসিত হয় এবং ভগবানের ভক্তগণের উল্লাসের দ্বারা ভগবানের উল্লাস বৃদ্ধি পায়। এমন করে ভগবানকে বশীভূত করতে হয় তাঁর কথা শ্রবণের দ্বারা। তারপর রাজা যখন শ্রীল রায়রামানন্দের কাছ থেকে সংবাদটা পেলেন যে তিনি মুক্ত বাতাস সেবন করবার জন্য শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বিশ্রাম করবেন তখন রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজার বেশ ফেলে দিয়ে সাধারন ভক্তবেশে এসে তাঁর কাছে এসে পদসেবা করছিলেন তখন তিনি আনন্দে ছিলেন এবং যখন রাজা ভগবানের কথা শ্রবণ করালেন তখন মহাপ্রভু বললেন—কে তুমি হও মোরে আচম্বিতে শোনাও কৃষ্ণকথা। কে রাজা কে সাধারন ভক্ত এসব বিচার করলেন না। এই যে ভগবানের বিচার কে তুমি আচম্বিতে শোনাও কৃষ্ণকথা, যারা ঘরে ঘরে গিয়ে কৃষ্ণকথা দান করেন তাদের মতো দাতা আর নাই। কথা যারা শোনেন তারা ভাগ্যবান, কথা যারা কীর্তন করেন তারা মহাভাগ্যবান।

ভগবানের কথা শোনাই হচ্ছে জীবন। ভগবানের কথার আশ্রয়ে ভগবানের কথা বলার জন্যই তাদের জীবন আর অন্য কোন কথা বলার জন্য তারা জীবন লাভ করতে চায় না।

ভগবানের ভক্ত, ভগবানের যারা পালক, ভগবানের যারা লালক তারা সুফল পাবেই পাবে। এইভাবে মহাপ্রভু সকলকে সুখী করেছিলেন। এই যে কথামৃত শ্রবণ কীর্তনাদি করার যে ফলটা রাজা পেয়েছিলেন, ভক্তগণের এটাই জীবনসদৃশ। কিন্তু এই কথাটা বলবে কে? বলবে, ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত যাঁরা। ঐকান্তিক ভক্ত, তারা ভগবানের কথা বললে, তাদের শ্রীমুখ থেকে ভগবানের কথা ভাগ্যক্রমে শুনতে হবে। ''তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং...'' কবিভিরীড়িতং—যথা তথা কবির দ্বারা বর্ণিত বা কীর্তিত বা ঈড়িত, এরকম নয়, কথাটা হলো যারা প্রকৃত ভক্ত, যারা তাঁর নাম, রূপ, গুণে পাগল হয়ে আছে তারাই তখন কীর্ত্তন করে তাঁর প্রেমটা ছাড়িয়ে দেয়।

মহাপ্রভু জগতে জীবের ভাগ্যে কৃষ্ণকে স্থাপন করবার জন্য যে সব লীলা করেছেন, সে সব লীলার মাধুর্য্যে সকলকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। সেরকম যারা সংসারে তপ্ত ছিল তারা ভগবানের নিত্য সঙ্গী যারা তাদের সঙ্গে রেখে জীবনযাপন করতেন এবং তাঁদের সঙ্গ ফলে কৃষ্ণকথা সমস্ত অমঙ্গল দূর করতে পারে। রাজা যখন কৃষ্ণের কথামৃত সেবন করালেন তখন মহাপ্রভু সংজ্ঞা লাভ করলেন। কথামৃত বিষয়ে বুদ্ধিমান রাজা তিনি দেখলেন মহাপ্রভু ছাড়া জীবনে আর তার বাঁচার অর্থ হয় না। জগত জীবের ভাগ্যে আমরা হরিকথা শ্রবণ কীর্তন করবার ভাগ্যলাভ করি। প্রিয়ের কথা যখন প্রিয় শোনে তখন বিশেষ উল্লাস হয় এতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা যা কিছু চিন্তা করি, যা কিছু করি না কেন, সংসারে কৃষ্ণকথাকে Centre-এ রাখতে হয়। **কৃষ্ণকথা শোনা এবং বলার মধ্যে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার রাস্তা সহজ হয়।** সেজন্য মহাপ্রভু বললেন—''নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন। অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥''

''কৃষ্ণের কিছু নাহিক অপেক্ষা, আছে শুধু স্নেহালেশাপেক্ষা।''

ভগবানকে যদি কেউ একটু কথা শোনায় তাঁর বাল্যলীলা, তাঁর ভক্তবিনোদন লীলা, কৈশোর লীলা, যৌবন লীলা। ভগবানকে খুশী করার রাস্তা অনেক থাকতে পারে কিন্তু এগুলোই সহজ।

"নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণ প্রেমধন ॥"

এই পরিধিতে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণকে মাতিয়ে দিয়েছেন।

সংসারের দুঃখ দেখে আমরা দুঃখিত হই কিন্তু সেই দুঃখ যায় না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা কৃষ্ণকথাকে হৃদয়ে স্থান না দেই। কত কথা আছে সংসারে শোনার, কত জিনিস আছে সংসারে দেখার কিন্তু কোন কিছুর প্রয়োজন নাই, ইতিহাস পুরাণ কত জিনিস আছে পড়বার কিন্তু তারও প্রয়োজন নাই। **ভগবানকে প্রিয়ের স্থানে বসিয়ে ভগবানের কথা শুনলে এবং বললে হিত হয়। আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।**

**"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"**

আমার সেবা

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

আমি সেবাসচিব। সেবা পরিচালনা আমার কাজ। সেবা পরিদর্শন করা, তার সুষ্ঠতা বিধানে যত্ন করা আমার কাজ। এই কাজটিও একটি সেবা। এই কাজ সাধারণ কি উন্নত তা বিচারের পূর্বে তত্ত্বত বলা যায় যে—এটিও একটি সেবা। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের তথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় আমার অধিকার অনুসারে এই সেবাটি এসেছে। এই সেবাপ্রাপ্তি আমার পরম ভাগ্য। কৃষ্ণদাসত্বে স্থিতি লাভ বিষয়ে এই সেবারও গুরুত্ব রয়েছে। তাই সেবক অভিমান নিয়ে এই সেবা চালিয়ে যাওয়া আমার ভজন। শ্রীশ্রীগুরুবর্গের এবং শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে সেবাসচিবের এই সেবা সেবকের ভূমিকারই দ্যোতক। এখানে বড় সেবা বা ছোট সেবা অথবা ছোট সেবক বা বড় সেবকের কোন ভেদ নাই। ভেদ কেবল অধিকার গত।

এই সেবা পরিচালনা সেবায় একটি লাভ এই যে এখানে নিজের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছাড় বা স্বতন্ত্রতা রয়েছে। বহুমুখী সেবা, বহুশাখা যুক্ত সেবা, হরিপ্রসঙ্গমুলক সেবার সুযোগ এখানে রয়েছে। সেই সঙ্গে কি গৃহী ভক্ত বা কি ত্যাগী ভক্ত সকলের ভজন উন্নতির বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও এই পদের একটি মুখ্য দিক। এই সেবায় বর্হিজগতের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ যেমন থাকে তেমনি বহু বৈষ্ণব এবং বহু ভক্তি সাধকের সঙ্গে সংযোগ প্রতি পদক্ষেপে রাখতে হয়। সেক্ষেত্রে সহজে ভক্তসঙ্গ লাভ এই পদের একটি মস্তবড় লাভ। এ লাভের কোন তুলনা হয় না। যে ভক্তসঙ্গ প্রত্যেক সাধক জীবের মুখ্য প্রয়োজন, যার দ্বারা ভক্তি পুষ্ট হয় সেটি এই পদে থেকে যথেষ্ট লাভ হয়। এই সেবায় এটি একটি বিশেষ সুবিধা।

অপর ক্ষেত্রে এই সেবায় একটি ব্যতীরেক দিক এই যে এখানে সর্বক্ষণ সেবকের দোষ বা ত্রুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। ভক্তি সাধনে সেবা শৈথিল্য, মর্যাদালঙ্ঘন, বৈষ্ণব অপরাধাদি অনর্থের বিরাট চাপ থাকে। ঐ সব বিষয়ে প্রতি পদে পদে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। সেক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষ্য রাখা সেবাসচিবের কাজ। এর জন্য সেবকের দোষ দর্শন স্বাভাবিক ভাবে এসে যায়। বহুদিন এই দোষ ত্রুটি লক্ষ্য করতে গিয়ে নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বৈষ্ণব জগতে অন্যের দোষ দর্শনের কোন কথা নাই। তথাপি সেবাসচিবকে সর্বদা দোষ দর্শন করতে হয় সংশোধনের জন্য। একই কাজ বারবার করতে গিয়ে সেটি স্বভাবে পরিণত হয়। এবং ঐ পরিণতির একটা খারাপ দিক থাকে। যার ফলস্বরূপ অনুকূল অনুশীলন বা ব্যক্তিগত ভজনে কিছুটা হলেও বাধা সৃষ্টি হয়। সেই অসুবিধা নিয়ে সেবা-সচিবের ভজন।

আপনি মঠাধ্যক্ষ, আপনার উপর মঠ পরিচালনার একটা চাপ রয়েছে। আপনাকে মঠসেবার উপর প্রবল দৃষ্টি রাখতে হয়। সেক্ষেত্রে আপনি সেবার সুষ্ঠতা দেখছেন। সেবকের ব্যক্তিগত ভজন না দেখেও আপনার কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, অতএব কারও দোষ দর্শনের ব্যাপারটা আপনার কাছে জরুরি না। সেবকের ভজনকুশল দেখাটা আপনারও কাজ। কিন্তু সেবাসচিবের ক্ষেত্রে এটি অনিবার্য এবং এই কর্তব্যই তাকে অন্যের দোষ দর্শন করতে বাধ্য করে।

মঠ বা আশ্রম সাধকগণের স্থান, শিক্ষার্থীগণের স্থান। এককথায় বলা যায় মঠ একটি ভক্তির practical room। জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ 'ভবরোগের হাসপাতাল' স্বরূপ এই মঠ স্থাপন করে গেছেন। শ্রীল গুরুদেব এবং দু-এক জন ভজনশীল বৈষ্ণবের আনুগত্যে সাধকের ভক্তি-জীবন গঠিত হয়। পারমার্থিক জীবনে কমবেশী প্রত্যেক ভক্তিসাধকের দোষ বা ত্রুটি থাকে। সেটি দেখা বা সংশোধন কার্যে মুখ্য ভূমিকা নেন সেবাসচিব। গৌড়ীয় মিশনে সেই

ধারা চলে আসছে। সেই অনুসারে সেবাসচিবের এই এক নির্দিষ্ট সেবা। সেবার সুষ্ঠুতা ও সেবকের ভক্তি জীবন গঠন -এই দুই কার্যে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর অথবা বাহ্যত নির্মম হতে দেখা যায় তাঁকে। এই শাসন কোনও ক্ষেত্রে মৃদু বা হালকা আবার কোনও ক্ষেত্রে কঠোররূপও নেয়। রোগের গভীরতা অনুসারে এই তরতম। কিন্তু পরিণামে সাধকের বাস্তব হিত সাধিত হয়।

সৌভাগ্যক্রমে অথবা দুর্ভাগ্যক্রমে আমার এই সেবা-লাভ। স্বভাব দোষে অথবা শাসনভঙ্গির ত্রুটিতে অন্যের মনে ব্যাথা দেওয়া বা কোনও ক্ষেত্রে সেবককে সেবা থেকে বঞ্চিত করার অপরাধও এসে যায় জীবনে। তারজন্য কখনও কখনও অনুতাপ বা ধিক্কারও দিতে হয় নিজেকে। কিন্তু অন্যকে ভজন করানো বা তাদের নিয়ে নিজের ভজন করা-এটি একটি মহৎ কাজ। এই মহৎ কার্যেরই অঙ্গস্বরূপ অন্য সাধকের দোষ দর্শন বা শাসন। সাধক মাত্রেরই সঙ্গবদ্ধভাবে ভজনের দ্বারাই পরস্পরের ভজন উন্নতি এবং স্ব-স্ব দোষের নির্বৃত্তি। শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে খুবই সহায়ক।

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥

(ভাঃ—১১।৩।৩০)

এই সঙ্গবোধেরই যেখানে মুখ্যতা সেখানে শাসন স্বীকার কার্যে দুঃখবোধ বা শাসনকর্তার খেদ বা অনুতাপ—দুই-ই নিরর্থক।

অনুশাসন সম্প্রদায়কে শুদ্ধ করে, সেবককে মহৎ করে তোলে। পরিচালনা কার্যটি অনুশাসন ভিত্তিক। যেখানে শাসন নেই সেখানে প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না। সব কিছুই সেখানে এলোমেলো। তার জন্য শাসন, তার জন্যই দোষদর্শন এবং তার জন্যই কঠোরতা। সাধু কখনই কঠোর বা নির্মম নন। যদি কখনো সাধুর মধ্যে এই কঠোরতা দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে সেখানে কিছু আত্মমঙ্গল লাভের বিরাট রহস্য রয়েছে। অন্তরে তিনি মাখন হতেও কোমল এবং কোটি কোটি মাতার বাৎসল্যের ঊর্দ্ধে তিনি। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে নিশ্চিত বোঝা যায় শাসনটি সোনার কাজ করে। এটি অনর্থনাশের অব্যর্থ ঔষধ। আমার এই শাসন-রূপ সেবা গুরুবর্গের কৃপায় জয়যুক্ত হোক্।

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় মঠে পাঁচদিন ব্যাপী শ্রীশিক্ষাষ্টক আলোচনা

বক্তা:-ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন
সংগ্রাহক-শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রেমের আরো উপরের Stage আছে—স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব। সেই মহাভাব শিরোমনি শ্রীমতী রাধাঠাকুরানী। প্রেমের ঘনীভূত অবস্থান এইসব লক্ষণ দেখা যায়। সেসব আমাদের অধিকারে নাই। কেবল আমাদের জানতে হবে যে সেই শ্রেষ্ঠ প্রেম আমাদের লাভ করতে হবে। এটাই মহাপ্রভুর শিক্ষা।

যখন স্বরূপ সিদ্ধি হয়ে থাকে তখন এরকম ভাবনা বা চিন্তন হয়ে থাকে। সম্পূর্ণ সমর্পিত আত্মা হয়ে নিজেকে ভগবানকে দিয়ে দেওয়া। নিজের আমিত্বটা সম্পূর্ণ তাঁর উপরে ছেড়ে দিয়ে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় চালিত হওয়া, সেটা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। মহাপ্রভু বললেন—তুমি আমাকে আলিঙ্গন করো বা পদদলিত করো। তার মধ্যে দুটো কথা আছে যে স্নেহ আর শাসন। ভগবান যখন আলিঙ্গন করবে সেটা ভগবানের স্নেহ আর যখন পদপৃষ্ট করবে সেটা শাসন। সাধক উভয় অবস্থাতেই দয়ার পাত্র হবে। ভগবানের শাসন, শাস্ত্রের শাসন, গুরু বৈষ্ণবের শাসন আছে, প্রকৃতপক্ষে শাসন ছাড়া কোন কার্যে প্রকৃত ফল লাভ হয় না। যখন আমরা ভগবানকে ভুলে মায়ায় মত্ত হলাম, তখন ভগবান আমাকে শাসন করেন আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আদি-দৈবিক ত্রিতাপ দিয়ে অথবা জীবনের মধ্যে কোন বিপদ এনে, সেটা ভগবানের শাসন আর তাই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেরকম শাস্ত্রমূর্ত্তি যে প্রকট হলো সেটা ভগবানের কৃপামূর্ত্তি। শাস্ত্র ও শাসন করেন যেমন—এটা করবে, এটা করবে না, এটা আদর পূর্বক করবে, এটার প্রতি বিশেষ ধ্যান দেবে,

এসব শাসন বাক্য। শাস্ত্র শব্দের অর্থ, ''শাস'' 'ধাতু মানে শাসন। শাস্ত্র আমাকে ভালোমন্দ দেখিয়ে প্রবর্তিত করবে। সেজন্যই শাস্ত্রের উদ্ভব হলো। বেদ, ভাগবত, পুরাণ, উপনিষদ আদি শাস্ত্র। শাস্ত্র আমাকে শাসন করছে যে এটা বুঝবে না সে শাস্ত্র পড়ে বিশেষ লাভ পাবে না। শাস্ত্র পড়ে হয় সে জ্ঞানী হবে অথবা তার বুদ্ধিনাশ হবে।

''শাস্ত্র পড়িয়াও কা'রো কা'রো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে, হবে সর্বনাশ ॥''

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।৪৪)

সাধক অবস্থায় আমাদের গুরুদেব বা বৈষ্ণব শাসন করবে। অনুশাসন সাধকের ভালোর জন্য বিশেষ করে যখন শিষ্যস্থানে থাকবে। শিষ্য মানে যে শাসন স্বীকার করার যোগ্যতা লাভ করেছে। শাসন বিষয়ে শাস্ত্রে ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিটা তার প্রমাণ—তুমি (ভগবানকে বলছে) আমাকে আলিঙ্গন করবে অথবা পদাঘাত করতে পার এই স্বাধীনতা আমি তোমাকে দিলাম। পদাঘাত করার স্বাধীনতা তাঁকে দিতে হবে। শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বললেন—

''এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তাঁ'র শিরের উপরে ॥''

(চৈঃ ভাঃ আ।৯।২২৫)

শাস্ত্রে শাসন বাক্য আছে সে ব্যাপারে নিজেকে তৈরী করতে হবে। শ্রীবাস পন্ডিত যে সময় রথযাত্রা কালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করছিলেন সে সময় হরিচন্দ্র সামনে এসে disturb করলে শ্রীবাস পন্ডিত তাকে থাপ্পর মেরেছিলেন। সে ক্রোধিত হলো। তখন একজন ভক্ত বললেন—তুমি ভাগ্যবান, শ্রীবাস পন্ডিত ঠাকুরের থাপ্পর খেয়েছ, তখন হরিচন্দ্র শান্ত হলেন।

শ্রীলগুরুমহারাজ একবার বলেছিলেন—যখন আমি চোখ ঘুরিয়ে ভক্তগণের মধ্যে দেখি, সেখানে শাসন স্বীকার করার লোক কম। শাসন বিনা শোধন হয় না, এই ইঙ্গিত শ্লোকে আছে। আমার স্বাধীনতাটা নিক্ষেপ করতে হবে শ্রীভগবানের চরণে, শ্রীগুরুদেবের চরণে। নিজের আত্ম-সম্মান, আত্মঅহংকারকে ভগবানের চরণে নিক্ষেপ করে দিতে হবে। আবার জড় জগতেও দেখা যায় কোন Institution এর Administrator যদি ভালো হয় তো সেই সংস্থা ভালো চলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখালেন—আমি তোমার দাস বা দাসী তোমার পূর্ণ অধিকার আছে যে সে আমাকে যা কিছু করবে।

''লম্পট'' শব্দে যে প্রেমটাকে আস্বাদন করতে পারে ভোগ করতে পারে, যার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, অন্তর্যামীত্ব আছে সে লম্পট। তাঁর যোগ্যতা আছে কোটি কোটি ব্রহ্মান্ডে কোটী কোটী শুদ্ধ জীবাত্মার প্রেমটাকে গ্রহণ করার। সে কৌশল জানে কেমনে দুঃখ দিয়ে তার হৃদয়টা সংশোধন করে, হৃদয়ের প্রেমটা নিংড়ে সেটা গ্রহণ করার, কৃপা করার। সে বিষয়ে কৃষ্ণ Expert তাই তাকে লম্পট বলা হয়। কৃষ্ণ এত কৃপাময়। তাঁর নিজের কিছু অভাব নাই তথাপি অনন্ত কোটি জীবের প্রেমটাকে আস্বাদন করার জন্য সে ব্যগ্র, সেটা বড় কৃপাময়ের পরিচয়।

আমাদের বদ্ধভূমিকায় যে প্রেমটা আছে সেটা অপাত্র কুপাত্রে দিচ্ছি, স্ত্রী, পুত্র, দেহ গেহকে সেই ভালোবাসা দেই সেটা আমাদের habit হয়ে গেছে। কিন্তু কৃষ্ণ বড় চতুর। একবার যদি কৃষ্ণের দিকে কেউ তাকাবে, তাকে প্রণাম করবে তাঁর জন্য কিছু দেবে তো কৃষ্ণ দেখল এর আমার প্রতি শ্রদ্ধা আছে তার সেই প্রেমটাকে Develop করে করে সমস্ত প্রেমটাকে ছিনিয়ে নেবে সেজন্য কৃষ্ণকে লম্পট বলা হয়। ভালোবাসার গাঢ়ত্ব যেখানে, সেখানে গালি দেওয়া যায় প্রিয়জনকে। আবার লম্পট শব্দে মহাপ্রভু উচ্চারণ করেছেন গভীর অর্থ।

জীব ক্ষুদ্র, অনু চিৎকণ, জীবের যে স্বতন্ত্রতা আছে কিছু ভালোবাসা আছে সেটা ভোগ করার মালিক কৃষ্ণ, জীব সেটা না দিলেও কৃষ্ণ সেটা জোড় করে নেবে, এটা তাঁর মস্তবড় গুণ। অনন্ত তাঁর মহিমা, অনন্ত তাঁর দয়া তাঁকে ভজন করবার বড় ভাগ্য আমার, এই শ্লোকের মাধ্যমে সেটা বলা হয়েছে।

কৃষ্ণ উদ্ধবকে বললেন—

মর্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

মর্ত্যবাসী জীব যদি সমস্ত কর্ম ছেড়ে নিজের সর্বস্ব নিবেদন করতে পারে এবং আমাকে ভালোবাসবে তাহলে তখন সে অমৃতের আস্বাদন পাবে।

কর্মে, ভোগে, ত্যাগে, অমৃত নাই, আছে অমৃতময় ভগবানকে ভালোবাসলে, তাকে সবকিছু অর্পণ করলে

সেখানে অমৃত। আত্মসমর্পণ করলে তার জীবন কত আনন্দময় হয়।

যথাতথা বা বিদধাতু—আমি সম্পূর্ণ তোমার উপর নির্ভরশীল। এটা অত সহজ কথা নয়, এটা প্রেমের ভূমিকার কথা। যদি ভাগ্যক্রমে কোন সাধকের সিদ্ধি পাবার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে এটা বুঝবে যে তাকে সর্বস্ব দিতে হবে।

''সর্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে ॥''

আমি গাইছি ভাষার মাধ্যমে কিন্তু সব রেখে দিয়েছি, এটা কপটতা। ভক্তির মধ্যে কোন কপটতা বা ছলনার স্থান নেই। যেটা করতে হবে সেটা Practical করতে হবে। যদি সব দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আনন্দময়ের আনন্দটা পাওয়া যাবে, আর গোপীগণ এত দিলেন যে কৃষ্ণ বললেন আমি ঋনী হয়ে গেলাম। ভগবান দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারটা রেখেছে বলে, আমরা ভক্তি করতে পারছি। সে পূর্ণবস্তু তার কোন জিনিসের দরকার নাই কিন্তু সে যদি আমার কাছে না চায় তাহলে আমার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ভক্তি করার আর কিছু থাকবে না, সে পরিপূর্ণ তত্ত্ব হয়েও প্রেমটা চায়।

''অদর্শনাৎ মর্ম্মহতাং করতু বা, মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ''—সেই কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ যে কৃষ্ণ আমাকে পদাঘাতে করছে, শাসন করছে, ত্রিতাপ জ্বালাতে দগ্ধীভূত করছে, যা খুশি তাই করছে। এটা স্বরূপ উপলব্ধির চরম পর্যায়ের কথা। আমি তার নিত্য দাসী, নিত্য কিঙ্করী, এ সংসারে আর কোন সম্বন্ধের বস্তু নাই। যা আছে তা কৃষ্ণের সেবক, তাদের দ্বারা আমি কৃষ্ণ ভজনের সাহায্য চাই।

'প্রেমদশায়াং কৃষ্ণৈক জীবনত্বং'—শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—যেমন জল বিনা মৎস্যের কোন জীবন নাই সেরকম ভক্তের জীবনটা কৃষ্ণময়। কৃষ্ণবিনা ভক্ত থাকতে পারে না। গোপীগণের সেরকম অবস্থা হয়েছিল কৃষ্ণ যখন মথুরায় এসেছিলেন, তখন তারা মৃতপ্রায় হয়েছিল। কৃষ্ণের ভালবাসাটা তখন পুষ্ট হবে যখন গুরু-বৈষ্ণবকে ভালো-বাসতে পারব, Properly এটা বদ্ধ জীবের জন্য কৃষ্ণ Practical ব্যবস্থা করলেন। যদি আমাদের বৈষ্ণবের প্রতি নিষ্কপট আদর জন্মায় তাহলে আমরা গুরুর নিকট যেতে পারব। যদি গুরুকে আপনজন হিসেবে ভাবতে পারি, তিনি তো বৃন্দাবনের নিত্য কিঙ্করী, তাহলে মহাপ্রভুর কাছে যেতে পারব আর মহাপ্রভুর কৃপায়। রাধাগোবিন্দের সেবা পাব, এটা Channel আর Channel ছাড়া গেলে পথভ্রষ্ট পথিকের মতো বিভ্রান্ত হতে হবে। চিন্ময়তত্ত্ব যে সব বস্তু আমার কাছে আসবে তাকে ধরতে হবে।

''এইসব বাটপার, অতিশয় দুনির্বার
যখন ঘিরিয়া করে জোর।।
আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা
ফুকারিয়া ডাক উচ্চরায় ॥''

''করুনা না হৈলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর। '' শুধু গাইলে হবে না, ভাবের মধ্যে প্রবেশ করলে তবে গুরু বৈষ্ণব বুঝতে পারবে তার করুণার দরকার আছে, যে সব কিছু অর্পণ করে দিলে তার কৃপার দরকার আছে। সেটা হলো প্রেমের ভূমিকা, সিদ্ধির দশা। সিদ্ধি দুইপ্রকার—স্বরূপসিদ্ধি আর বস্তুসিদ্ধি। এ জগতে থেকে যখন সেই ভাবটা আসবে তখন তাকে স্বরূপসিদ্ধি বলে। আর যখন সাধক চিন্ময় দেহ বা পার্ষদ দেহ লাভ করবে তখন তাকে বস্তুসিদ্ধি বলে। এসব অনেক উপরের কথা।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম চারটে শ্লোক সাধকের জীবনের বিশেষ প্রয়োজন বা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চিন্তা করতে হবে কি করে সংকীর্ত্তনে প্রবেশ করতে পারব।

গৌড়ীয়দের শ্রেষ্ঠ তিনটে ধাম, সেই ধামের সেবা লাভ করতে হবে। যার সাধন চেষ্টা আছে, যে সবসময় আগ বাড়িয়ে প্রয়াসশীল, যত্নশীল, যার মধ্যে নিরন্তর প্রতিকূল বর্জন করার ও অনুকূলকে গ্রহণ করার প্রচেষ্টা আছে সে সৎসাধক।

শ্রীশিক্ষাষ্টকের নির্যাস

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

মহাপ্রভু কোন সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে সেটা লিখলেন আর শ্রীল রায়রামানন্দ এবং শ্রীল স্বরূপদামোদরের সামনে আবৃতি করলেন, কেননা কখনো কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ছিল শ্রীরাধার সেই ভাবটাকে আস্বাদন করবার। সেই ভাবকে আস্বাদন করবার জন্য মহাপ্রভু আসলেন। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধার দ্বারা আস্বাদিত আমার (কৃষ্ণের) মাধুর্য্য কিরূপ আর আমার মাধুরী আস্বাদন করে শ্রীরাধার কিরূপ সুখের উদয় হয়—এই তিনটে তত্ত্ব জানার জন্য

মহাপ্রভু আসলেন। মহাপ্রভু তাঁর জীবনের শেষ বারো বছর যখন পুরীতে ছিলেন সেসময় চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি আর কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ আস্বাদন করেছিলেন। আস্বাদন করে সেই তিনটে ভাব যখন সমাপ্ত হবে তখন তিনি শিক্ষাষ্টক রচনা করলেন। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—''মাধুর্য্যরসাস্বাদি শুদ্ধবৈষ্ণবানাং সম্বন্ধেঽস্য সর্ববেদ সারত্বং ভগবন্মুখাব্জ গলিতত্ত্বান্মহাবাক্যত্ত্বঞ্চ।''

যার মাধুর্য্যরস আস্বাদন করবার লোভ হবে সেইরূপ শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধসাধক তার সম্বন্ধে বেদের সারকথা মহাপ্রভুর মুখ বিগলিত মহাবাক্য স্বরূপ।

''সর্ব্বৈরেব ভাগ্যবদ্ভিরষ্টক মিদং কণ্ঠ ভূষণং কর্ত্তব্যং সর্বদা পঠনীয়ং পূজনীয়ঞ্চ।''

মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক মহাবাক্য। যে মহাভাগ্যবান হবে, মহাপ্রভুর আচরিত পন্থায় ডুব দেবার চেষ্টা করবে সে নিশ্চিতরূপে এই অষ্টক গলদেশে ভূষণ করে রাখবে, সর্বদা পাঠ করবে আর সর্বদা সেবা করবে।

আমরা যদি মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভক্ত হতে চাই তাহলে সব সিদ্ধান্ত সাধনের শুরু থেকে সিদ্ধির শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষাষ্টকে আছে। এটা ভালো করে বুঝতে পারলে সাধন ভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি জানতে পারা যাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ দিগদর্শন দিলেন প্রথম পাঁচটি শ্লোকে অভিধেয় মূলে সম্বন্ধ জ্ঞান। আটটি শ্লোকে অভিধেয় তত্ত্ব, শেষ তিনটিতে প্রয়োজন তত্ত্ব। আরো বিচারে প্রথম পাঁচটি শ্লোক অভিদেয় বিচারে সাধনভক্তি, পরের দুইটি শ্লোক ভাবভক্তি এবং শেষ দুইটি শ্লোক প্রেমভক্তি।

যতক্ষণ সম্বন্ধ জ্ঞান না হবে ততোক্ষণ শিক্ষাষ্টককে আদর করে গ্রহণ করতে পারবে না। মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া দরকার, সেই সম্বন্ধটা গুরু বৈষ্ণবের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

''সেবার সম্বন্ধ ধরি, অহংতা মমতা করি'' সেবার সম্বন্ধ যার যত দৃঢ় হবে, মহাপ্রভুর চরণে তার ততো প্রীতি উৎপাদিত হবে। সেই সেবার সম্বন্ধটা শেখাবে শ্রীগুরুবৈষ্ণব। মহাপ্রভুর চরণে প্রীতি হলে মহাপ্রভুর শিক্ষা সে সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করতে পারবে। এই হলো শিক্ষাষ্টক।

গোদ্রুম মঠে শ্রীল গোস্বামীপাদ

সংগ্রাহক—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ (গোস্বামীপাদ) গত ১২/১২/২০১৬ তারিখে শ্রী গৌড়ীয় মঠ বাগবাজার থেকে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ গোদ্রুম ধামে শুভ বিজয় করেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তি আশয় আশ্রম মহারাজ এবং মঠবাসীগণ সম্মিলিত ভাবে হরিসংকীর্তনের মাধ্যমে শ্রীল গুরুদেবকে আপ্যায়ন এবং আরতি কীর্তন করেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ৮০ তম বার্ষিক তিরোভাব তিথি উপলক্ষে ১৭/১২/২০১৬ তারিখে শ্রীল গোস্বামীপাদের (গুরুদেব) সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গোদ্রুম ধামস্থ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে বিপুল সমারোহের সহিত এই মহোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঊষাকীর্তন ও মঙ্গলারতি অন্তে সকাল ৭.০০ টা থেকে ৮.৩০ মিঃ পর্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের ভজন কুটিরে বৈঠকী কীর্তন করার পর সকাল ৯.০০ টা থেকে শ্রীল প্রভুপাদের পুষ্প সমাধি মন্দিরের সামনে নাট্যমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্তন শুরু হয়। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ এবং মঠের ভক্তবৃন্দ এবং অন্যান্য সকল গৃহস্থভক্তগণের উপস্থিতিতে শ্রী গুরুদেব বেলা ১১.০০ টায় সেখানে উপস্থিত হন। প্রথমে শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ গুরুমহিমা কীর্তন করার পর শ্রীল গুরুদেব গদগদস্বরে হৃদয়গ্রাহী গুরুমহিমা কীর্তন করেন। তারপর বেলা ১২.৩০ মিনিটে শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যাহ্ন আরতি কীর্তন করা হয়। ভক্তদের আগমনে এই দিনটি হরিসংকীর্তনে এবং গুরুমহিমা কীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে। তারপর ক্রমে ক্রমে গুরুবর্গের ভোগ আরতি এবং শেষে মূল বিগ্রহ শ্রী গোদ্রুমবিহারী রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে ভোগ আরতি কীর্তনের পর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিনে দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে আগত ভক্ত হরিনাম আশ্রয় তথা মঠবাস জীবন স্বীকার করেন। তারপর বিকাল ৩.৩০ মিঃ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত পুনরায় গুরুমহিমা ও হরিমহিমা পাঠ কীর্তন আদি হয়।

গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গুরুমহারাজের ১২১ তম বর্ষপূর্তি আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে

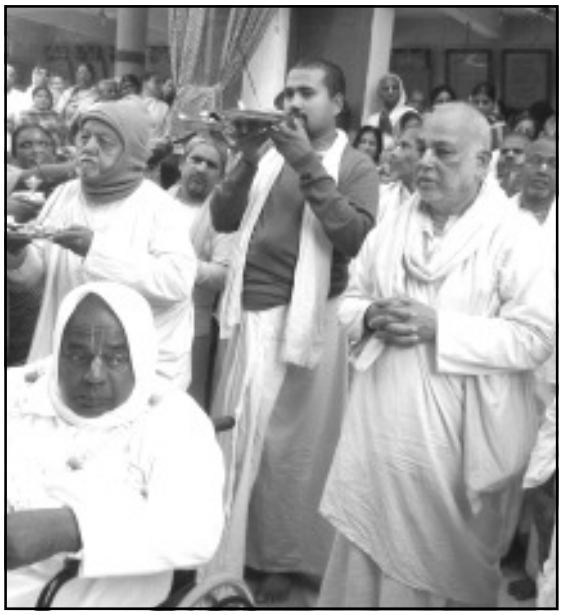

শ্রীল গুরুমহারাজের আবির্ভাব বাসরে শ্রীল গোস্বামীপাদ

গত ২১/১২/২০১৬ তারিখে গুরুপূজা মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। যথাবিধি নিয়ম পূর্বক শ্রীল গোস্বামীপাদের (গুরুদেবের) ভজন কুটিরে বৈঠকী কীর্তন সমাপণ পূর্বক সকলে ৯.০০ ঘটিকায় শ্রীল গুরুমহারাজের সমাধি মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দিরে শ্রী গুরুমহিমা কীর্তন আরম্ভ হয়। তথায় উপস্থিত ছিলেন মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিপ্রিয় মাধব মহারাজ, শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ (কালনা) এবং গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য আরও সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দ। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রায় ৪৫০-৫০০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব নাট্যমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ আশ্রম মহারাজ কীর্তনের প্রদানের পর শ্রীল গুরুমহারাজের একান্ত সেবক শ্রীপাদ মাধব মহারাজ শ্রীল গুরুমহারাজের অনেক হৃদয়গ্রাহী লীলা মহিমার কথা কীর্তন করেন। সর্বশেষে শ্রীল গুরুদেব গৌড়ীয় গুরুবর্গ ও গোদ্রুম ধাম এবং শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের পিছনে শ্রীল গুরুমহারাজের মর্মস্পর্শী মহিমার কথা অশ্রুপ্লুত হৃদয়ে কীর্তন করেন। বেলা ১.০০ ঘটিকায় শ্রীল গুরুমহারাজের মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি আরম্ভ হয়।

তারপর যথাক্রমে সকল গুরুবর্গ এবং শেষে মূল বিগ্রহ শ্রী গোদ্রুম বিহারী রাধা গোবিন্দ জীউর মধ্যাহ্ন আরতি কীর্তন হয়। অন্তে সকল ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে ভক্তবৃন্দের সাথে ধামবাসীরাও উপস্থিত ছিলেন। বিকাল ৩.৩০ মিনিট থেকে রাত ৯.০০টা পর্যন্ত গুরুমহিমা, হরিমহিমা, কীর্তন আদি হয়, অন্তে রাত্রের প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

তারপর ২৬/১২/২০১৬ তারিখে স্বপার্ষদ শ্রীল গোস্বামীপাদ গোদ্রুম মঠের সেবকবৃন্দ এবং অন্যান্য ভক্ত সহযোগে গৌরীদাস পন্ডিতের সেবিত শ্রীশ্রী গৌর নিতাই বিগ্রহ দর্শনের জন্য কালনায় শুভযাত্রা করেন। এখানে মহারাজা কর্তৃক নির্মিত ১০৮ টি শিব মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির দর্শন করার পর শ্রী গৌরীদাস পন্ডিতের গৃহে শুভবিজয় করেন। সেখানে সাক্ষাৎ শ্রীশ্রী গৌর নিত্যানন্দের বিগ্রহ দর্শন অন্তে শ্রীল গুরুদেব আরতি কীর্তন করেন। এখান থেকে যাওয়া হয় শ্রীগৌরীদাসের ভাই শ্রীসূর্যদাসের বাড়ি। এখানেও শ্রী গৌর নিত্যানন্দের বিগ্রহকে আরতি কীর্তন ও বৈঠকী কীর্তন করা হয়। তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহস্থান, শ্রীমহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান (আমলীতলা) দর্শন করা হয়। মিশনের অন্যতম শিষ্য কালনা নিবাসী ভক্ত শ্রীমান গোপাল দাসাধিকারী প্রভু, তিনি তার বাড়িতে প্রসাদের আয়োজন করেন। শ্রীল গুরুদেব এখানে শুভ পদার্পণপূর্বক প্রসাদ সেবন করেন। তারপর বেলা ৩.৩০ মিনিটে শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে ফিরে আসা হয়।

ভ্রম সংশোধন

গত ডিসেম্বর মাসের ৫ম সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের বাণী প্রবন্ধে নিস্ত্রি-র পরিবর্তে ''মিস্ত্রি'' এবং ''বামীর'' পরিবর্তে ''বাণীর'' হইবে। উক্ত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

Basic Leval National Workshop on Manuscriptology & Palaeography

সংগ্রাহক—শ্রীধরনীধর দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

কলিকাতা মহানগরীস্থিত বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্সটিটিউট এবং নূতন দিল্লীস্থিত রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি মিশনের যুগ্ম সাহচর্যে তথা ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতায় ০১/১২/২০১৬ থেকে ২২/১২/২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২২ দিন ব্যাপী একটি সুবৃহৎ কর্মশালা আয়োজিত হয়।

এই কর্মশালার উদ্দেশ্য লেখনীর দ্বারে প্রকাশিত প্রাচীন লিপি সমূহ বর্তমান কালস্থ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে প্রাচীন পুঁথি-পত্রাদি পাঠোদ্ধার করা তথা সেই সকল পুঁথি-পত্রাদি ভাষান্তরিত করবার মাধ্যমে সর্বসাধারণের পাঠোপযোগী করে তোলা।

গত ০১/১২/১৬ তারিখ উদ্বোধনী দিবসে গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে সুসজ্জিত মঞ্চে সর্বাগ্রে মঙ্গলাচরণ তথা বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং দীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সভাকে সঞ্জীবিত করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সমাগত সকল অতিথি বৈষ্ণবগণ তথা শিক্ষক শিক্ষার্থীবৃন্দের হৃদয় অভ্যন্তরস্থ উৎসাহের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈদিক পাঠশালার প্রাক্তন পরিচালক অধ্যাপক শ্রীনবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মহতী অনুষ্ঠানের ভূমিকা প্রদর্শন করান এবং সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীদিলীপ কুমার মহান্ত মহাশয় উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন।

এই মহতী অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য বিষয় সর্বসাধারণের নিকট অবগত করান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন যাজক এবং অধ্যাপক শ্রীসুবুদ্ধিচরণ গোস্বামী মহাশয়।

গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ হতে প্রকাশিত ''ভাষা ভাগবত'' গ্রন্থ সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা বাংলা সাহিত্যের প্রধান এবং গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক শ্রীকানন বিহারী গোস্বামী মহাশয়।

সবশেষে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রী মদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ কৃপা আশীর্বাদ-রূপ স্বীয় বীর্যবতী বাণীগঙ্গার মাধ্যমে সমগ্র সভাটিকে প্লাবিত করেন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির পরিপূর্ণতা রূপ প্রদান করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী পিয়ালী পালিত।

পাণ্ডুলিপি শিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

১৪/১২/২০১৬ তারিখে ডক্টর বিবেকানন্দ ব্যানার্জী এবং ডক্টর জগৎপতি সরকার মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় সকল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দকে বিশ্ববিখ্যাত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষনাগার তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের প্রাচীন লিপি সমূহের গবেষণা কেন্দ্র এবং প্রাচীন লিপি সমূহ পাঠোদ্ধার পূর্বক ভাষান্তরিত করে সর্ব সাধারণের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রকাশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়।

উক্ত ২২ দিন ব্যাপী লিপি শিক্ষা বিষয়ক মহতী কর্মশালায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য প্রাচীন লিপি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ কৃতীরত্ন পন্ডিত মন্ডলীর সমাগম হয়। বাংলা লিপির মধ্যে মধ্যযুগীয় বাংলা লিপিশিক্ষক অধ্যাপক শ্রীকানন বিহারী গোস্বামী, সিলেটি নাগরী লিপি শিক্ষক শ্রীঅর্জুনদেব সেনশর্মা, নেওয়ারি লিপি শিক্ষক ডক্টর

সোমা বাসু, ওড়িয়া লিপিতে তাল পাতার পান্ডুলিপি শিক্ষক ডক্টর শশী ভূষণ মিশ্র। ভারতীয় লিপির বিষয়ক বিবর্তন শিক্ষক অধ্যাপিকা রত্না বাসু। পান্ডুলিপি ব্যবহারিক

বিদায়ী অনুষ্ঠানে শিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের গোষ্ঠীবদ্ধ চিত্র

প্রয়োগের শিক্ষা বিষয়ক অধ্যাপক শ্রীকানন বিহারী গোস্বামী, অধ্যাপক শ্রীনবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়, গুজরাটি লিপি শিক্ষিকা স্বেতা প্রজাপতি, পান্ডুলিপির সংরক্ষণ এবং হস্তান্তরকরণ শিক্ষক অধ্যাপক শ্রীসোমনাথ সরকার, ডক্টর মল্লিকা মিত্র, সারদালিপি শিক্ষক ডক্টর অনির্বাণ দাস, গ্রন্থলিপি শিক্ষক ডক্টর পরিতোষ দাস, তিব্বতীয় লিপি শিক্ষিকা ডক্টর বন্দনা মুখার্জি, রোমান বৈশিষ্ট্য সূচক চিহ্নের শিক্ষা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ শিক্ষক শ্রীনবনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় আদি গণ্যমান্য অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেন।

এই মহতী কর্মশালার সমাপ্তি দিবস তথা বিদায়কালীন অধিবেশনে গৌড়ীয় মিশনের সহ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অতঃপর মাননীয় অতিথি হিসেবে ভাষণ প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক স্বামী জপসিদ্ধানন্দ মহারাজ। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষণের দ্বারা সভাকে অলঙ্কৃত করেন প্রধান অতিথি ডক্টর এন সি কর (জাতীয় পান্ডুলিপি মিশন নতুন দিল্লি)। অতঃপর বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করেন উত্তর উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মিশ্র, অতঃপর মিশনের সহ সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ সকল কৃতী ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে শংসাপত্র প্রদান করেন। এই মহতী অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুভূতি কথা জ্ঞাপন করেন। সর্বশেষে গৌড়ীয় মিশন পরা বিদ্যাপীঠ গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক শ্রীকানন বিহারী গোস্বামী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনান্তে মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীগণের মহামন্ত্র কীর্তন অন্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এই মহতী কার্যে প্রধান উদ্যোক্তা তথা সার্বিক ব্যবস্থাপক রূপে গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ধরনীধরদাস ব্রহ্মচারী এবং গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষিকেশ মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ এবং শ্রী সমীরণ পাঠকের সহযোগিতায় কর্মশালা সাফল্য লাভ করে। *(ক্রমশঃ)*

বাংলাদেশে প্রচার

সংগ্রাহক—শ্রীবিমলাপ্রসাদ দাসাধিকারী (বাংলাদেশ)

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্বাদ শিরোধার্য করে গৌড়ীয় মিশনের সেবাসচিব ত্রিদন্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ সহ শ্রী তিতিক্ষব-কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ০৯/১২/২০১৬ তারিখে পূর্বাহ্নে বাংলাদেশে শুভ বিজয় করেন। আশ্রমের ভক্ত এবং গৌড়ীয় যুব সংঘের ভক্তগণ হরিসংকীর্তনসহযোগে মহারাজকে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ণ করেন, শ্রীশ্রী ভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবা ও বিশ্রামান্তে বাংলাদেশস্থ সকল শাখা মঠের পরিচালক কমিটিকে নিয়ে মিটিং-এ প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেন। ইং ০৯/১২/১৬ হতে ইং ১৩/১২/১৬ পর্যন্ত শ্রীশ্রী ভক্তিকেবল গৌড়ীয় আশ্রমে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ''শ্রীশ্রী দশমূল শিক্ষা'' গ্রন্থ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। প্রথমদিন দশমূল শিক্ষার ১নং শ্লোকটি বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, প্রথম শ্লোকটি সমষ্টি মূলক শ্লোক, এতে দশটি তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে প্রথমটি প্রমাণ ও পরবর্তী নয়টি প্রমেয় তত্ত্ব, উক্ত দশটির মধ্যে তিনটি হরি সম্বন্ধে, চারটি জীব সম্বন্ধে সম্বন্ধ মূলক শিক্ষা এবং একটি অভিধেয় ও একটি প্রয়োজন সম্বন্ধে শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-অষ্টাদশপুরাণ-মহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবত আদি সনাতন ধর্মের শাস্ত্রাদি লোকের বোধ গম্য না হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবতের সার স্বরূপ রচিত হল শ্রীশ্রী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীশ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত, শ্রীশ্রী ষট্‌সন্দর্ভ, উজ্জ্বল নীলমণি, শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদিগ্রন্থ।

হরিভজনের আবশ্যকতা সম্পর্কে কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন, অতঃপর ''ঈশ্বরের উপাসনাই মনুষ্য জীবনে যে একমাত্র কর্তব্য'' -এ প্রসঙ্গে মহারাজজী বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং স্থানীয় ভক্তদের নৈষ্ঠিক হরিভজনের উপদেশ দান করেন, রাতে দলগ্রাম মঠে প্রত্যাবর্তন করে আবার দশমূল শিক্ষার ক্লাস করান।

পঞ্চগড়ে ধর্মসভায় উপস্থিত সেবাসচিব মহোদয় সহ অতিথিবৃন্দ

এইসব গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সমগ্র বিশদ বর্ণিত থাকলেও উহা অন্বেষণ করা ও জ্ঞাত হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি, তাই শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়ার্দ্র হয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমগ্র শিক্ষাকে দশটি শ্লোকের মাধ্যমে নিখুঁতভাবে এবং সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেন যা ''শ্রীশ্রী দশমূল শিক্ষা'' গ্রন্থ নামে পরিচিত।

২নং হতে ১১নং বর্ণিত শ্লোকে ১০টি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে রচিত, ১২নং শ্লোকটি দশমূলের উদ্দেশ্য ও ১৩নং শ্লোকটি দশমূলের ফলশ্রুতি রূপে বর্ণিত হয়েছে।

১৩/১২/১৬ ইং তারিখ মধ্যাহ্নে বাউরাস্থিত শ্রীহরি মন্দিরে পূজ্যপাদ মহারাজজী সপার্ষদ শুভ বিজয় করেন, তথাকার ভক্তগণ হরিধ্বনি-উলুধ্বনির মাধ্যমে মহারাজকে অভ্যর্থনা করে মন্দিরে নিয়ে আসেন, তথায় ঠাকুর প্রণাম ও নিরাজনান্তে মহারাজজীর কৃপা নির্দেশে শ্রী বিমলা প্রসাদ দাস ''লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহূ সম্ভবান্তে''-শ্লোক অবলম্বনে

১৪/১২/১৬ তারিখে নওদাবাস স্থিত শ্রীশ্রী ভক্তি সুহৃদ গৌড়ীয় আশ্রমে শুভাগমন করেন তথায় ভক্তগণ হরিকীর্তন সহযোগে অভ্যর্থনা করেন, মধ্যাহ্ন প্রসাদ সেবনান্তে মহারাজজী তাঁর রাগ ভক্তির একটি শ্লোক অবলম্বনে নীতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং ভক্তদের অনেক উপদেশ ও প্রশ্নের উত্তর প্রদান পূর্বক দলগ্রাম মঠে ফিরে রাতে ও পরের দিন সকালে দশমূল শিক্ষার ক্লাস ও শরণাগতির কীর্তন করান, মঠ পরিচালনার ব্যাপারে পরিচালনা কমিটিকে কতিপয় প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেন।

১৫/১২/১৬ ইং তারিখ দলগ্রাম মঠের ভক্তদের বেদনা বিধুর বিদায় অশ্রুতে ভাসায়ে চন্দনপাঠস্থিত শ্রীশ্রী ভাগবত গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন, রাতে ভাগবত সভায় মহারাজ জী গদগদ কণ্ঠে হরি কীর্তন করেন এবং প্রশ্নোত্তর সহ দশমূল শিক্ষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

১৬/১২/১৬ তারিখ সকালে উক্ত মঠের কমিটিতে

সদস্যদের উপদেশ প্রদান করে মাইক্রোবাসযোগে বাগপুরস্থিত শ্রীহরিমন্দিরে শুভ পদার্পণ করেন, মধ্যাহ্ন প্রসাদ সেবনান্তে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন, ''আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণু আরাধনাং পরম্'' শ্লোক অবলম্বনে প্রায় দেড় ঘন্টা

দশমূল শিক্ষারত সেবাসচিব মহোদয় ও উপস্থিত ভক্তবৃন্দ

যাবৎ প্রশ্নোত্তর মুখে হরিকীর্তন ও হরিকথা পরিবেশন করেন, অতঃপর রাতে রংপুর শহরে হাসি কুমার বণিক মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করেন, তথায় ভক্ত মহাশয় সস্ত্রীক মহারাজজীকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন, সন্ধ্যা আরতি হরিসংকীর্তনের পর পূজ্যপাদ মহারাজজী ''মুমূর্ষ জীবের কর্তব্য কি'' পরীক্ষিত মহারাজের এই রূপ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্তন করেন।

১৭/১২/১৬ সকালে জলঢাকাস্থিত ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় আশ্রমে শুভ বিজয় করেন, তথায় বৈকালিক সভায় প্রভুপাদের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে প্রভুপাদের বাণীর গুণকীর্তন ও ''ধর্মেন হীনানা পশুভি সমানা'' শ্লোক অবলম্বনে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন।

১৮/১২/১৬ ইং তারিখে সকালে দশমূল শিক্ষা ক্লাস অন্তে 'চাপানি' গ্রামে এক ভক্ত মহাশয়ের গৃহে শুভাগমন করেন এবং অল্পক্ষণ ইষ্টগোষ্টি অন্তে বৈকালিক ধর্মসভায় মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত সভায় শ্রী জগদীশচন্দ্র দাস ও শ্রী দেবদেব জগন্নাথ দাস অল্পক্ষণ হরিকীর্তন করেন।

১৯/১২/১৬ ইং তারিখ নীলফামারী ইটাখোলা শ্রী গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করেন এবং তথায় সন্ধ্যায় সমবেত ভক্তদের সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক অবলম্বনে তিনি বলেন—ভাগবত ধর্ম যাজনের দ্বারা জীব পরাশান্তি লাভ করতে পারেন। মঠের এই স্থানটি প্রভুপাদের নিজজন শ্রীল

ধর্মসভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ

পুরী গোস্বামী কৃত। তাই স্থানটি অনিত্য জগতে নিত্য বৈকুণ্ঠ বলে অনুভূত হয়, মঠের উন্নয়নের ব্যাপারে অর্থ বুদ্ধি উৎসাহ প্রদান করেন মহারাজজী এবং উক্ত মঠে নতুন পরিচালনা কমিটি গঠন করে দেন। ২০/১২/১৬ ইং তারিখে রংপুর হয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঢাকাস্থিত শ্রীশ্রী মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে ২১/১২/১৬ ইং তারিখে শুভ বিজয় করেন এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের ব্যাপারে মঠের পরিচালনা কমিটির সাথে ফলপ্রসু মিটিং করেন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব শিক্ষাবিদগণ। অতঃপর ২২/১২/১৬ ইং তারিখে বিকাল ২ ঘটিকায় যাত্রা করে রংপুরে সুধীর বাবুর বাসায় রাত্রি যাপন পূর্বক তথায় ইষ্ট-গোষ্ঠী হরিকথা পরিবেশন করেন। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভক্তগণকে নিয়ে ২৩/১২/১৬ ইং তারিখ পঞ্চগড়ে আয়োজিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলনে যোগদান ও ভাগবত ধর্ম কি হরিভজন, হরিসেবাই মানব জীবনের পরম সার্থকতা—এসম্বন্ধে হরিকথা পরিবেশন করেন। শত সহস্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণকে মুগ্ধ করে অতঃপর প্রসাদ সেবনান্তে বান্দা চেক পোষ্ট অতিক্রম করে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বঙ্গদেশে মহারাজজীর প্রচার পরিক্রমায় ভক্তগণ পরম উপকৃত হয়েছেন। ভজনে উৎসাহ পেয়েছেন এবং অতিশয় কৃত কৃতার্থ হয়েছেন।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা - ৩
ফোন ঃ-২৫৫৪ ৪১৫৫

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রী গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপাশ্রিতেষু—

আগামী ১২ই ফাল্গুন, ১৪২৩ শুক্রবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭) গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ**-এর ভুবন-মঙ্গলময় ৭০তম বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগুরু-প্রশস্তি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীহরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবেন। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব যোগদান করিলে মিশনের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিবেদন ইতি—
শ্রী সজ্জন কিঙ্করাভাস
শ্রী ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ

ঃ সেবাসূচী ঃ

বৃহস্পতিবার, ১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন ও অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন।

শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা কীর্ত্তন, অভিনন্দন পাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীল গোস্বামিপাদের ভাষণ, গুরুপূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ।

শনিবার, ১৩ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস ও শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন।

মহোৎসব পঞ্জী

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ) বুধবার হইতে ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ, ২০১৭) মঙ্গলবার, পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

(সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা)।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ, ২০১৭) বুধবার, পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

(গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা) **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ, ২০১৭) বৃহস্পতিবার, পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

(কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর — শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা) **দি ৯।৪০ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ, ২০১৭) শুক্রবার, পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

(জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন)।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ, ২০১৭) শনিবার, পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) পরিক্রমণ

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ, ২০১৭) রবিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা ●** ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার, **দি ৯।৪২ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।**

মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় "শ্রীভক্তিপত্র" (মাসিক), উড়িষ্যা ভাষায় 'পরমার্থী' (মাসিক) এবং হিন্দী ভাষায় 'বৈকুণ্ঠ বার্ত্তা' (ত্রৈমাসিক) পারমার্থিক পত্রিকা আপনি পড়ুন ও সকলকে পড়ান।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **২২শে ফাল্গুন, (৬ই মার্চ) সোমবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন, ১৪২৩ (১৩ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার পর্য্যন্ত** নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ, ২০১৭) রবিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

পশ্চিম মেদিনীপুরে গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ১১ই ডিসেম্বর, রবিবার ২০১৬ তারিখ পশ্চিম মেদিনীপুরের, পিংলা থানাস্থিত নরঙ্গদিঘী গ্রামে ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন নরঙ্গদিঘী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৭১ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। জলচক প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্রের চিকিৎসক ডঃ অসিম কুমার দাস (এম.বি.বি.এস্, কলকাতা) ও ডঃ শ্রীমহাদেব মণ্ডল মহাশয় বেলা ১২টা হতে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। তার মধ্যে বৃদ্ধ ২৬ জন, পুরুষ ৭৭ জন, মহিলা ৫২ জন ও ১৬ জন শিশু বালক সহ ১৭১ জন রোগী ছিলেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায়, খোকন দাস বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুরে নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের একটি দৃশ্য

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/01/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar Kolkata 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I 24718/73

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশন হইতে নতুন প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড
সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতম্
২০% ছাড়ে পাওয়া যাইতেছে।
শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টমীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org